বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও মেধাস্বত্ব অধিকার

ওয়াশিংটন, ৪ঠা এপ্রিল -- গতকাল (সোমবার) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিকট মেধাস্বত্ব অধিকার, আবিস্কার এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক স্বাধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত এক প্রতিবেদনে উন্নয়নশীল দেশের গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষণ দেখে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা এবং সাধারণ রোগ প্রতিরোধের সুবিধাদি সম্বলিত প্রধান প্রধান ব্যবস্থ্যাদির বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

আফ্রিকা ও এশিয়ার অর্ধেকেরও বেশী মানুষের সামর্থ না থাকায় অথবা তাদের দেশে দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে তারা নিয়মিত প্রয়োজনীয় ঔষধ পাচ্ছে না।

দশ সদস্যের ঐ কমিশন আর্জেন্টিনা, মিশর, ভারত, ইটালী, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এতে সরকারী, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী উদ্যোক্তা, বিজ্ঞান, ঔষধ, আইন ও অর্থনীতির প্রতিনিধি রয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডঃ লি জং-উক গত ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়েছে যে, বিদ্যমান ঔষধ প্রাপ্তি ছাড়াও টেকসই বাজার না থাকায় কতিপয় যেসব রোগের স্বাস্থ্য পণ্য সামঞ্জস্যহীনভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সেসব পণ্য উন্নততর করা হয়নি।

এসব সংখ্যার মুল বিতর্কের বিষয়ই হচ্ছে মেধাস্বত্ব অধিকার, আবিস্কার এবং জনস্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক।

এ ধরনের চ্যালেঞ্জসমুহ কাটিয়ে উঠতে সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক আইন এবং অর্থায়ন কৌশলসমুহ কিভাবে কাজ করতে পারে তা নিয়ে দীর্ঘ দু'বছর বিচার বিশ্লেষণের পর মেধাস্বত্ব অধিকার, আবিস্কার এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে।

কমিশনের চেয়ারম্যান সুইজারল্যান্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রুথ ড্রীনফাস বলেন,"বিশ্বে বর্তমানে বিষয়গুলোর উপর আলোচনা জোরদার হচ্ছে এবং এসব বিষয়ে আমাদের কিছু করার সুযোগ আছে।"

১৯২টি সদস্য রাষ্ট্রের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক চালুকৃত ঐ প্রতিবেদনে ৫০টিরও বেশী সুপারিশমালা রয়েছে। এসব সুপারিশমালায় ইস্যুসমূহ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন দেশে কার্যকর করতে রোড ম্যাপ হিসেবে কাজ করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদের এক আন্তঃসরকারি কার্যকরী গ্রুপ চলতি মাসের ২৮ তারিখের এক বৈঠকে এই প্রতিবেদনের উপর মতামত দেবে। পরিষদ প্রতিবেদনটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। এরপর আগামী ২২ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বার্ষিক বৈঠকে প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে। পরিষদ প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োগের উপায় নির্ধারণ করবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি www.who.int/mediacenter/news/release/2006/prl8/en/index.html এবং পুরো প্রতিবেদনটি www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/en/index.html এ পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*